সন্ত্রাস কতদিন ঠেকানো যাবে তা নিয়ে আমরা সত্যিই চিন্তিত।

সরকারের কাছে আমাদের প্রশ্ন

৩১ জানুয়ারি ২০০৬ কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা এনজিএমসি তুলে দেওয়া হল। প্রায় ১৪,৫০০ শ্রমিককে ভিআরএস দেওয়া হল। এই এনজিএমসি-র অধীনে আছে ৫৬৮ একর জমি, সেখানে নতুন শিল্প গড়া যায় না?

ইস্কোর কুলটি কারখানার জমি সরকার বিক্রিতে সম্মতি দিয়েছে, সেখানে ৮৫০ একর জমি রয়েছে। সেখানে নতুন শিল্প গড়া যায় না কেন?

উত্তর ২৪ পরগনায় ৩২টি বন্ধ কারখানায় প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার একর জমি রয়েছে সেখানে কেন শিল্প নয়?

হিন্দুস্থান মোটরসের ৪০০ একর জমিতে (রাজ্য সরকারের কাছ থেকে লিজ নেওয়া) বহুতল আবাসন বানাবার অনুমতি দেওয়া হল কেন? অটোমোবাইল হাব এর প্রস্তাবের কথা রাজ্য সরকার জানাচ্ছেন তা কেন হিন্দুস্থান মোটরসের উদ্বৃত্ত জমিতে গড়া যায় না?

শিল্পমন্ত্রী যতই বুদ্ধজীবী সভায় সরকারের সপক্ষে সাফাই দিতে তথ্যে তত্ত্বে সওয়াল করুন, সত্যিই এই জবাব তার কাছে নেই কেননা পুঁজি যেমনটা বলছে তেমনভাবেই সাজছেন, তেমনভাববেই করছেন। ভূমি অধিগ্রহণ আইন ব্যবহার করে যেভাবে জবরদস্তি প্রায় কোনো আইন না মেনে প্রতিবাদী কৃষককে হত্যা করে সিঙ্গুরে কৃষকদের জমি অধিগ্রহণ করা হয়, নন্দীগ্রামে জমি দিতে অনিচ্ছুক প্রতিবাদী কৃষককে মারতে গণহত্যা সংগঠিত করা হয়। আরও অসংখ্য জায়গায় শিল্পায়ন উন্নয়নের নামে সশস্ত্র সরকার জবরদস্তি করতে এগিয়ে যায় অথচ একটি জায়গাতেও শ্রমিকদের দাবি মেনে তাদের প্রাপ্য বকেয়া পেতে সরকার পাশে থাকেন না। তখন এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এই সরকার মালিক শ্রেণির পক্ষে শ্রেণিগত সমর্থন যোগাতেই এইভাবে একপেশে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে চলেছেন।

হিন্দ মোটরসের বাড়তি জমি চারশো একরে সরকার অনুমতি দিলেন রিয়েল এস্টেট গড়ার জন্য। অথচ দেখুন সেখানে শ্রমিকদের সাত বছর ধরে বকেয়া বর্দ্ধিত বেতন যাতে শ্রমিকরা পেতে পারেন তার কোনো সরকারি উদ্যোগ চোখে পড়ল না। যখন শ্রমিকরা দাবি আদায়ের লক্ষ নিয়ে অত্যন্ত গণতান্ত্রিকভাবে ধর্মঘটে সামিল হলেন, তখনই ধর্মঘট ভাঙতে পুলিশ এবং মস্তানদের সমর্থনে সরকারি প্রশাসন সক্রিয় হয়ে উঠল। হাওড়ার ইন্দোজাপান স্টিলের শ্রমিকরা বন্ধের পরেপরেই গোটা নব্বই দশকজুড়ে অনেক ধর্না, মিছিল, মন্ত্রীর কাছে নিবেদন, আবেদন জানিয়েছেন শুধুমাত্র এই দাবি নিয়ে যে, তাদের শ্রমিক সমবায়ে কারখানাটি চালাতে সরকার সমর্থন দিক। না, টাকা তারা চাননি, চেয়েছিলেন আইনি সাহায্য, সরকারি সহযোগিতা। অনেক আশ্বাস, সন্দেহ, অবিশ্বাস শ্রমিক উদ্যোগে কারখানা চালানোর এক অনন্য নজির গড়ে তুলতে উদ্যোগী শ্রমিকদের ভবঘুরে করে দিলেন। সম্মান নিয়ে নিজেদের জীবিকাকে রক্ষা করতে স্ব-উদ্যোগী শ্রমিকদের পাশে থাকলেন না, আর আজ সেই কারখানার শেড, মেশিন নিলামে বিক্রি হয়ে গেল। কিনল পরিচিত কালোয়ার, যার সমর্থনে এগিয়ে এল সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে সরকার। শ্রমিকদের বকেয়া প্রাপ্য ১৬ কোটি টাকা মেটেনি। এ অভিজ্ঞতা আজ ভুক্তভোগী শ্রমিকের ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতা নয়। সরকার বিগত বছরে একটা নমুনা বা দৃষ্টান্ত হাজির করুন যেখানে সরকার বলতে পারেন বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের আইনি অধিকারটুকু অন্ততঃ সুরক্ষিত করে প্রাপ্য বকেয়া পেতে সহযোগিতা করেছেন, মদত দিয়েছেন।

সরকার শিল্পায়ন চান? কে না চায় সবাই চায়। শিল্পের জন্য জমির প্রয়োজন। বন্ধ কারখানার জমি সরকারের জমি পুনরুদ্ধার করুন। আইন আছে ব্যবহার করুন। কেন্দ্রীয় সরকারের অসম্মতি? আদালতের হস্তক্ষেপ? বিআইএফ আরে-র অসম্মতি? ব্যাংক বা অর্থলগ্নী সংস্থার কাছে সেই জমি মর্টগেজ? এ সব তো আছেই। তবুও আমরা জানি সরকার যেখানে চেয়েছেন এসব বাধাবিপত্তি কিছুই তাকে নিরস্ত করতে পারেনি। উদাহরণ মোহিনী মিল। আজ প্রায় পাঁচ বছর হয়ে গেল সরকার 'পুনরুদ্ধার' জমি হিসাবে পড়ে আছে।

আমরা জানি, আমাদের চারপাশে ধোপদুরস্ত বহু সমর্থক, নিন্দুক মানুষের প্রশ্ন আছে যে, কেন সরকার নতুন শিল্প গড়ার জন্য এই জমি ব্যবহার করতে চাইছেন না, কারণ পুঁজি তথা বিনিয়োগ চায় না। এইসব কারখানায় অসংখ্য শ্রমিক আছেন যাদের কয়েকশো কোটি টাকা বকেয়া আছে কর্মসংস্থানের আদালতের নির্দেশ বা আইনি দাবি আছে। ফেলে রাখা শিল্পের জমি, উদ্বৃত্ত জমি দেখিয়ে সংস্থার ব্যাংক ও অর্থলগ্নী সংস্থার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা ধারের বন্দোবস্ত আছে। আমাদের দেশে পুঁজি বিনিয়োগ একটি দ্রুততার সাথে মুনাফার কৌশল হিসাবে গ্রহণ করেছে; সম্পদ ছিনতাই এর মাধ্যমে রুগ্নতার লাভজনক ব্যবসা এবং একাজে সহায়ক রাষ্ট্র, রাজ্য সরকার এবং নীতি নির্দ্ধারক রাজনৈতিক দলগুলি। পুঁজি মালিকের এই চাওয়া-পাওয়াকেই নিশর্ত সঙ্গ দিচ্ছে বামফ্রন্ট সরকার।

না এটা কোনো সভ্য সমাজ মেনে নেবে না যে পুঁজি মালিকের বদান্যতায় আমাদের বাঁচা, মরা, পদোন্নতি, উন্নতি সবকিছু নির্ভর করবে। জনগণের মালিকানায় থাকা দেশের যাবতীয় সম্পদের কাস্টোডিয়ান হচ্ছে সরকার। আমাদের সমস্ত আইনই সরকারকে দায়বদ্ধ অভিভাবক হিসাবে মান্যতা দিয়েছে, সেই সরকারের কাছে শ্রমিকরা অবশ্যই দাবি করতে পারে যে, তাঁর প্রাপ্য বকেয়া না দিয়ে কোনোভাবেই বন্ধ শিল্পের জমি, মেশিন হস্তান্তর করা যাবে না। যে শিল্প শ্রমিকদের জীবিকা সুনিশ্চিত করবে সেই শিল্পের জমিতে শিল্প গড়তে হবে।

বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের প্রাপ্য বকেয়া ও শিল্পের জমিতে শিল্প গড়ার দাবিতে কনভেনশন

২২ মে ২০০৭ মঙ্গলবার

স্থান : মৌলালি যুবকেন্দ্র

বিকেল ৪টে

আহ্বায়ক : নাগরিক মঞ্চ, আইএফটিইউ, এআইসিসিটিইউ, অল ওয়েস্ট বেঙ্গল সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভস ইউনিয়ন, কানোরিয়া জুট সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়ন, পশ্চিমবঙ্গ ক্ষেতমজুর সমিতি, বেণীবাঁচাও কমিটি, অ্যামকো সংহতি কমিটি, শ্রমজীবী সমন্বয় সমিতি, মাসুম, এবং বিসংবাদ, কৃষিচক্র, ন্যাশনাল ট্যানারি বাঁচাও কমিটি, এপিডিআর (শ্রীরামপুর শাখা), ইন্দো-জাপান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন।

দাবি মঞ্চের পক্ষে ফণীগোপাল ভট্টাচার্য কর্তৃক ১৩৪, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড থেকে প্রকাশিত এবং
ক্যালকাটা গ্রাফিক্স ৩এ, মানিকতলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট কলকাতা ৫৮ থেকে মুদ্রিত